القول قول الصوارم

শাতিম হত্যা কেবলই কি ইমামের অধিকার?

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান-জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবাদের ওপর। অতঃপর...

এই ছোট্ট পিডিএফটি মূলত শাতিমদের বিধান সংক্রান্ত একটি প্রকাশিতব্য সংকলন 'আল-কউলু কউলুস সাওয়ারিম' নামক গ্রন্থের নির্বাচিত অংশ। মূল গ্রন্থের প্রথমে আরও দলিল বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ চাইলে অচিরেই প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। ব্যাপক দাওয়াতি স্বার্থের বিবেচনায় এই অংশটুকু পিডিএফ আকারে উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো। আল্লাহ কবুল করুন।

শাতিম হত্যা কেবলই ইমামের একচ্ছত্র ব্যাপারটি বোঝার আগে যে প্রসিদ্ধ ঘটনাটি এই সম্পর্কিত দলিল, সে সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সাহাবি কর্তৃক তাঁর দাসী হত্যা

একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এক দাসী হত্যার খবর এল। তখন তিনি সকলকে একত্র করে বললেন, "ঐ ব্যক্তিকে আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে এই কাজ করেছে, এবং আমি তার উপর থাকা আমার হকের কসম করে বলছি - সে যেন দাঁড়িয়ে যায়।"

একজন অন্ধ সাহাবি (রদিআল্লাহু আনহু) দাঁড়ালেন যিনি ছিলেন দাসীটির মনিব! তিনি লোকদের ভিড় ঠেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর-এর কাছে এগিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

সামনে গিয়ে তিনি বসে পড়লেন এবং বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমিই সেই ব্যক্তি যে এই কাজ করেছি। সে (দাসীটি) আপনাকে গালাগাল করতো, আপনার কুৎসা রটাতো। আমি তাকে এসব করতে বাধা দিতাম, কিন্তু সে বিরত হতো না। তাকে হুমকি ধামকি দিতাম, তবুও সে থামতো না। তার থেকে আমার হীরার টুকরোর মত দু’টি সন্তান আছে। আমি তাকে খুব ভালবাসতাম।

গতরাতে (পুনরায়) সে যখন আপনাকে অভিশাপ দিতে শুরু করে, তখন আমি একটি খঞ্জর তার পেটে চেপে ধরি। তারপর তা চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলি।”

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “হে লোকসকল! তোমরা সাক্ষী থেকো! এর রক্তের কোনো মূল্য নেই।" (অর্থাৎ তার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ নেই এবং যে তাকে হত্যা করেছে তারও কোনো শাস্তি নেই)

সুনানে আবু দাউদে সহিহ সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। হাদিসের ভাষায় –

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَّلِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ،

أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَهِي، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَشْتُمُهُ، فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ، فَلَطَّخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ: أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ، فَقَامَ الْأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتُمُكَ، وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَأَزْجُرُهَا، فَلَا تَنْزَجِرُ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ، وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ

ইবনু আব্বাস (রদিআল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিতঃ

জনৈক অন্ধ ব্যক্তির এক উম্মু ওয়ালাদ ক্রীতদাসী ছিলো। সে (দাসীটি) নবিকে ﷺ গালি দিতো এবং তাঁর সম্পর্কে মন্দ কথা বলতো। অন্ধ লোকটি তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে বিরত হতো না। তিনি (লোকটি) তাকে হুমকিধামকি দিতো; কিন্তু তাতেও দাসীটি বিরত হতো না। এক রাতে সে যখন নবীকে ﷺ গালি দিতে শুরু করলো এবং তাঁর ﷺ সম্পর্কে মন্দ কথা বলতে লাগলো, তখন লোকটি একটি ধারালো ছুরি নিয়ে দাসীটির পেটে ঢুকিয়ে তাতে চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলল। তার (দাসীটির) পাদ্বয়ের মাঝখানে একটি শিশু পতিত হয়ে রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল।

ভোরবেলা নবী ﷺ (হত্যার ব্যাপারে) অবহিত হলেন। তিনি ﷺ লোকজনকে সমবেত করে বললেনঃ "ঐ ব্যক্তিকে আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে এই কাজ করেছে, এবং আমি তার উপর থাকা আমার হকের কসম করে বলছি সে যেন দাঁড়িয়ে যায়।"

এই কথা শুনে অন্ধ ব্যক্তিটি মানুষের ভিড় ঠেলে কাঁপতে কাঁপতে সামনে এগিয়ে গেলেন।

নবীর ﷺ সামনে এসে বসে পড়লেন। (অতঃপর) বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি সেই নিহত দাসীটির মনিব! ও আপনাকে গালাগালি করতো এবং আপনার সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলতো। আমি ওকে নিষেধ করতাম; কিন্তু সে বিরত হতো না। আমি ওকে ধমকাতাম; কিন্তু তাতেও সে বিরত হতো না। ওর গর্ভ থেকেই আমার মুক্তার মতো দুইটি ছেলে রয়েছে, আর ও আমার খুবই প্রিয় এক সঙ্গীনি ছিলো।

(কিন্তু) গতরাতে সে আপনাকে (আবারও) গালাগালি শুরু করে এবং আপনার সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলতে থাকে। আমি তখন একটি ধারালো ছুরি নিয়ে তার পেটে চাপ দিয়ে ধরি যতক্ষণ না তাকে হত্যা করে ফেলি।

নবী ﷺ বললেন, "তোমরা সাক্ষী থেকো! এর (দাসীটির) রক্তের কোনো মূল্য নেই।" [1]

সুবহান-আল্লাহ! এই ঘটনায় কতই না চিন্তার খোরাক রয়েছে।

একজন সাহাবি, তিনি ছিলেন অন্ধ, তিনি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর দাসীর ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, তিনি তাঁর দাসীটিকে খুবই ভালবাসতেন, এমনকি সেই দাসীর থেকে তাঁর দুইটি হীরের টুকরো সন্তানও ছিল। কিন্তু এতকিছুর পরও যখন নিজের সেই প্রিয় নারী স্বয়ং আল্লাহর

---

1 সুনানে আবু দাউদ ৪৩৬১; সুনান আন-নাসাঈ ৪০৭০; বুলুগুল মারাম খন্ড ৯, হাদিস নং ১২১৫ (আরবি)

রাসূলের ﷺ নামে সীমালঙ্ঘনকারী কথাবার্তা বলতে থাকল, সেই সাহাবি এক পর্যায়ে তা সহ্য করতে না পেরে কোনোরকম অনুমতি ছাড়াই সেই দাসীকে হত্যা করে ফেললেন।

আদতে সাহাবাদের জন্য এমনটা সম্ভব হতো কেননা তাঁরা সত্যিকারভাবেই অন্য সবকিছুর চেয়ে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ﷺ ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকে ভালবাসতেন। যেমনটা আল্লাহ সুবহানাহু উল্লেখ করেছেন সূরা তাওবাহের ২৪ নং আয়াতে, যেমনটা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। আর তাই আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের প্রতি সাহাবাদের ভালবাসা আমাদের মতো বুলিসর্বস্ব ছিল না, বরং তা ছিল বাস্তব এবং আমলসর্বস্ব।

আরও খেয়ালের বিষয় হল, সাহাবা যখন নিজ দাসী হত্যার কারণ বর্ণনা করলেন, তখন কি রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ ছিলেন? চুপ থাকলেও তো সেই কাজ জায়িজ বলে গণ্য হতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপও থাকেন নাই সুবহান-আল্লাহ!

বরং তিনি ﷺ উপস্থিত সকল সাহাবাদের সাক্ষী থাকতে বললেন যে সেই দাসীর রক্তের কোনো মূল্য নেই!

আর এই হল সাধারণ দলিল যে, শাতিম হওয়ার কারণে কারও উপর যে হত্যাকান্ড জারি হয়ে যায় তাকে ইমামের অনুমতি ব্যতিরেকেই হত্যা করে ফেলা যায়।

কেবলই কি ইমামের অধিকার?

শাতিমদের হত্যার বিধান স্পষ্ট নুসুস দ্বারা প্রমাণিত, সন্দেহাতীত। আল্লাহর ইচ্ছায় পূর্বের অধ্যায়গুলোতে এই নুসুসগুলোই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু এর সাথে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে - শাতিমদের হত্যার কাজটা কি কেবলই একজন (শরীয়াহ দ্বারা শাসনকারী) ইমামই হদ হিসেবে প্রয়োগের অধিকার রাখেন নাকি সাধারণ মুসলিমও শাতিমদের হত্যা করে ফেলতে পারে – এই বিষয় নিয়েই আজকের যুগে সবচেয়ে বেশি জলঘোলা করা হয়।

বাস্তবে এই অংশের আলোচনা গুরুত্বের হিসেবে আলাদা অধ্যায়েরই উপযুক্ত। তাই আল্লাহর ইচ্ছায় সেটাই করা হল।

অন্ধ সাহাবি কর্তৃক তাঁর শাতিম দাসীকে হত্যা করবার ঘটনাটি প্রাথমিক দলিল হলেও এই বিষয়ে আরও কিছু পয়েন্ট খোলাসা করার প্রয়োজন হয়। কেননা, সাধারণ অবস্থায় মনিব তার দাসদাসীর সাধারণ শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য হদ প্রয়োগ করে ফেলতে পারে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, ***"তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসীদের হদ প্রয়োগ করে ফেলো"*** [মুসনাদে আহমাদ ৭৩৬] সুনানে আবু দাউদেও অনুরূপ একটি সহিহ বর্ণনা রয়েছে। [আবু দাউদ ৪৪৭০]

তাহলে প্রশ্ন এসেই যায়, অন্ধ সাহাবির দ্বারা তার শাতিম দাসী হত্যার ঘটনা কি কেবল মনিব কর্তৃক তার অধিকারস্থদের হত্যার কারণেই তা জায়িজ ছিল? আর তাহলে কি সাধারণ কোনো মুসলিম তাদেরকে হত্যা করে ফেলার অধিকার রাখে না? আর দাসদাসী না হলে কি শাতিমদের হত্যার অধিকার কেবলমাত্র শাসকের উপরই গিয়ে বর্তায়?

এই প্রশ্নগুলোরও স্পষ্ট উত্তর দিয়ে গিয়েছেন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, তাঁর কালজয়ী কিতাব আস-সারিমুল মাসলুলে। রহিমাহুল্লাহ। আমরা প্রথমে এই ব্যাপারে শাইখুল ইসলামের সম্পূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করছি ইন-শা-আল্লাহ,

.

> يبقى أن يقال: الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه؟"، ثم قال رحمه الله:
>
> "وجوابه من وجوه: أحدها: أن السيد له أن يقيم الحد على عبده، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:
>
> (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) [رواه أحمد (736) وغيره، وحسنه الأرناؤوط لغيره، ومال الألباني إلى أن هذه الجملة من كلام علي، كما في الإرواء (2325)]، وقوله: (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها) [رواه أبو داود (4470) وهو في الصحيحين بلفظ: "فليجلدها الحد"]،

ولا أعلم خلافا بين فقهاء الحديث أن له أن يقيم عليه الحد، مثل حد الزنا والقذف والشرب، ولا خلاف بين المسلمين أن له أن يعززه، واختلفوا اهل له أن يقيم عليه قتلا أو قطعا، مثل قتله لردته، أو لسبه النبي صلى الله عليه وسلم وقطعه للسرقة؟

وفيه عن الإمام أحمد روايتان: إحداهما: يجوز، وهو المنصوص عن الشافعي، والأخرى: لا يجوز، كأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وهو قول مالك،

وقد صح عن ابن عمر أنه قطع يد عبد له سرق، وصح عن حفصة أنها قتلت جارية لها اعترفت بالسحر، وكان ذلك برأي ابن عمر؛ فيكون الحديث حجة لمن يجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده بعلمه مطلقا... الوجه الثاني::

أن ذلك أكثر ما فيه أنه افتئات على الإمام، والإمام له أن يعفو عمن أقام حدا واجبا دونه. الوجه الثالث:

"এই জিজ্ঞাসা থেকেই যায়ঃ হুদুদের শাস্তি কি কেবলই ইমাম বা তার (নিয়োগকৃত) নায়িবই প্রয়োগ করতে পারে?" অতঃপর তিনি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

মনিব তার দাসের উপর হদ প্রয়োগ করে ফেলতে পারে, এই দলিল অনুযায়ী যে - রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসীদের হদ প্রয়োগ করে ফেলা।" [2]

2 আহমাদ ৭৩৬, এবং অন্যান্য। অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত দলিলের কারণে আল-আরনাউত কর্তৃক 'হাসান' সাব্যস্ত। আলবানি দৃঢ় ছিলেন যে এটি (মতনটি) আলি (রদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, যেমনটা আল-ইরওয়া ২৩২৫ এ বর্ণিত হয়েছে।]

এছাড়া তিনি ﷺ বলেন, ''তোমাদের অধীনস্থ কোনো দাসী যদি যিনাহে লিপ্ত হয়, তবে তার উপর (নির্ধারিত) হদ এর শাস্তি প্রয়োগ করে ফেল।'' 3

আমি হাদিসের ফুকাহাদের মধ্যে এমন একজনকেও জানি না যিনি দাসদাসীর উপর তার (মনিবের) এমন হদ প্রয়োগ করে ফেলবার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত করেছেন - যিনা, কুৎসা রটানো, মদপান ইত্যাদির কারণে যেসব হদ শাস্তি (আরোপিত হয়ে থাকে)। এই ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য নেই যে সে নিজ দাস/দাসীর ওপর সংশোধনমূলক হদ শাস্তি (তা'জির) প্রয়োগ করে ফেলতে পারে। কিন্তু তাঁদের (ফুকাহাদের) কেউ কেউ এই ব্যাপারে দ্বিমত করেছিলেন যে – মৃত্যুদন্ড বা অঙ্গচ্ছেদের মতো শাস্তিগুলো (মনিব দাস/দাসীর উপর) প্রয়োগ করতে পারবে কিনা, যেমন মুর্তাদ হয়ে যাওয়ার বা রাসূলুল্লাহকে ﷺ গালি দেওয়ার কারণে হওয়া মৃত্যুদন্ডের শাস্তি, বা চুরির কারণে হাত কেটে দেওয়ার শাস্তি।

ইমাম আহমাদ থেকে এই বিষয়ে দুইটি বর্ণনা রয়েছে। প্রথমটি হল তা জায়িজ, যা ইমাম শাফিঈ থেকেও ব্যক্ত মতামত। আর দ্বিতীয়টি হল তা জায়িজ নেই, যা ইমাম শাফিঈর অনুসারীদের একটি মতের মতো। মালিকি মতও এটা।

(কিন্তু) সহিহ সূত্রে ইবনু উমার (রদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে - তিনি তাঁর একজন দাসের হাত কেটে দিয়েছিলেন কেননা সে চুরি করেছিল। আর হাফসাহ (রদিআল্লাহু আনহা) থেকেও সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে – তিনি তাঁর একজন দাসীকে হত্যা করে ফেলেছিলেন যে কিনা যাদুবিদ্যা চর্চার কথা স্বীকার করেছিল, তা ছিল ইবনু উমারের মতামতের উপর ভিত্তি করে। আর তাই হাদিসটি তাঁদের দলিল যারা বলে থাকেন যে - মনিবের জানা থাকলে (অপরাধ ও তার শাস্তির ব্যাপারে), সে তার দাসদাসীর উপর হদের শাস্তি প্রয়োগ করা জায়িজ, সমস্ত ক্ষেত্রেই।

এই ব্যাপারে সর্বোচ্চ যেটুকু বলা যায় তা হল, সে (মনিব) শাসকের অবস্থানকে লঙ্ঘন করেছে। আর শাসককে তখন সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিতে হবে যে কিনা এমন হদ প্রয়োগ করে ফেলেছে যা তাকে না জানালেও প্রয়োগ করে ফেলতেই হতো।'' 4

---

3 সুনানে আবু দাউদ ৪৪৭০, আল-সহিহাহ তেও একইরূপ বর্ণনা রয়েছে।

4 আস-সারিমুল মাসলুল আ'লা শাতিমির রাসূল, ২৮৫-২৮৬

আর এই সংশয় দূর করার পরপরই শাইখুল ইসলাম (রহিমাহুল্লাহ) যা বলেছেন তা আমাদের আলোচনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন,

> أن هذا، وإن كان حدا، فهو قتل حربي أيضا؛ فصار بمنزلة قتل حربي تحتم قتله، وهذا يجوز قتله لكل أحد... الوجه الرابع: أن مثل هذا قد وقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل المنافق الذي قتله عمر بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يرض بحكمه، فنزل القرآن بإقراره، ومثل بنت مروان التي قتلها ذلك الرجل، حتى سماه النبي صلى الله عليه وسلم ناصر الله ورسوله؛ وذلك أن من وجب قتله لمعنى يكيد به الدين ويفسده، ليس بمنزلة من قتل لأجل معصيته من زنا ونحوه." انتهى من الصارم المسلول (285–286) .

অর্থাৎ ইমাম বলছেন,

> *আর যদিও এটা ছিল হদ এর শাস্তি, কিন্তু তা হারবি হত্যার শিরোনামেও আলোচনা করা হয়। আর হারবিদেরকে যেকেউ হত্যা করে ফেলবার অনুমতি রয়েছে।*
>
> *রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়েও একই বিষয় ঘটেছিল যেমন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রদিআল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমতি ছাড়াই এক মুনাফিককে হত্যা করে ফেলেছিলেন যখন সেই মুনাফিকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিচারের সাথে দ্বিমত করেছিল। আর কুরআন নাযিল হয়ে উমারের (রদিআল্লাহু আনহু) পক্ষেই রায় দিয়েছিল। মারওয়ানের কন্যাকেও একইভাবে (অনুমতি ছাড়াই) হত্যা করে ফেলা হয়েছিল, সেই হত্যাকারীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছিলেন ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্যকারী’ বলে।*
>
> *আর এসবের কারণ, দ্বীনের বিরুদ্ধে চক্রান্তের কারণে যাদের হত্যা অবধারিত হয়ে যায় তারা যিনার কারণে হদ প্রয়োগের ন্যায় নয়।”* [5]

---

5 আস-সারিমুল মাসলুল আ’লা শাতিমির রাসূল, ২৮৬

আল্লাহ সুবহানাহু ইমামকে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করুন। এই ব্যাপারে এটিই হল চূড়ান্ত এবং সকল সংশয় দূরকারী বক্তব্য। আহলুল ইলমদের জন্য ইমামের বক্তব্যটুকুই যথেষ্ট হয়, কিন্তু সর্বসাধারণের বিবেচনায় বিষয়টি সহজভাবে উপস্থাপন করা হল ইন-শা-আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করুন, হক বুঝার পর তা মেনে নেওয়ার তাওফিক দিন।

সহজভাষায় শাইখুল ইসলামের বক্তব্য মূলত দুইটি অংশে বিভক্ত।

[১]

প্রথম অংশে তিনি উল্লেখ করেছেন যে দাসদাসীদের অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে মনিব শরিয়াহ নির্ধারিত হদ শাস্তি প্রয়োগ করে ফেলতে পারে, আর সেটা ইমাম বা খলিফার অনুমতি ব্যতিরেকেই। বিভিন্ন মাযহাবে এই হদ প্রয়োগের সীমারেখা নিয়ে মতভেদ থাকলেও একইসাথে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, আদতে অধীনস্থ দাসদাসীর অপরাধ যদি অঙ্গচ্ছেদ বা মৃত্যুদন্ডের সমতুল্যও হয়, তাহলে মনিব কোনো অনুমতি ছাড়া সেটাও প্রয়োগ করে ফেলতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ - মুরতাদ হয়ে যাওয়া, আল্লাহর রাসূলের ﷺ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনকারী কথা বলা, যাদুবিদ্যা চর্চা ইত্যাদির জন্য মৃত্যুদন্ডের শাস্তি বা চুরি প্রমাণিত হওয়ার দরুণ হাতকাটার শাস্তি মনিব তার অধীনস্থ দাসদাসীদের উপর কোনো শাসক বা ইমামের অনুমতি ছাড়াই প্রয়োগ করে ফেলতে পারে।

[২]

শাইখুল ইসলামের বক্তব্যের পরের অংশটুকু আমাদের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই যুগে এই অংশেরই প্রয়োগ বেশি। শাইখুল ইসলাম শাতিমদের শাস্তি সম্বন্ধে উল্লেখ করলেন,

> **أن هذا، وإن كان حدا، فهو قتل حربي أيضا؛ فصار بمنزلة قتل حربي تحتم قتله،**
>
> অর্থাৎ, *“যদিও এটা ছিল হদ এর শাস্তি, কিন্তু তা ‘হারবি হত্যার শিরোনামে’ও আলোচনা করা হয়। আর হারবিদেরকে যেকেউ হত্যা করে ফেলবার অনুমতি রয়েছে। ”*

হারবি (حربي) শব্দের অর্থ হল 'যুদ্ধরত কাফির'। বিভিন্ন সময়ে শাতিমদেরকে হত্যার ঘটনাগুলো যে 'জিহাদ ও সারিয়্যাহ', 'মাগাযী' ইত্যাদি অধ্যায়ের 'যুদ্ধরত কাফির' হত্যার শিরোনামে আলোচিত হয়, শাইখুল ইসলাম সেদিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

কা'ব ইবনু আশরাফের গুপ্তহত্যা, সালাম ইবনু আবুল হাকীকের গুপ্তহত্যার ঘটনাগুলো উল্লেখ করার সময় মুহাদ্দিস ইমামগণ 'জিহাদ ও সারিয়্যাহ' অধ্যায়, 'কিতাবুল জিহাদ' 'কিতাবুল মাগাযী' প্রভৃতির অধীনে 'হারবি হত্যা', 'ঘুমন্ত মুশরিক হত্যা' ইত্যাদি শিরোনামে স্থান দিয়েছেন। পূর্বেই দলিলগুলো উল্লেখ করা হলেও বোঝার সুবিধার্থে এখানে সংক্ষেপে আরেকবার উল্লেখিত হল।

ইমাম বুখারি (রহিমাহুল্লাহ), ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) ইমাম আবু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) প্রমুখ তাঁদের সংকলনে শাতিম হত্যার ঘটনাগুলো যেরূপ শিরোনাম দিয়েছেন, তার কয়েকটি হল :

(১) সহিহ বুখারি ৪০৩৭ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৭৪২), অধ্যায়ঃ কিতাবুল মাগাযী/ যুদ্ধাভিযান, পরিচ্ছেদঃ কা'বের হত্যার বর্ণনা

(২) সহিহ বুখারি ৩০৩২, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৮২০), অধ্যায়ঃ জিহাদ ও সারিয়্যাহ, পরিচ্ছেদঃ হারবিকে (যুদ্ধরত কাফির) গোপনে হত্যা করা

(৩) সহিহ বুখারি ৪০৩৯, ৪০৪০ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৭৪৪, ৩৭৪৫); অধ্যায়ঃ কিতাবুল মাগাযী / যুদ্ধাভিযান, পরিচ্ছেদঃ আবু রাফি' হত্যার বর্ণনা

(৪) সহিহ বুখারি ৩০২২, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৮১৩) অধ্যায়ঃ জিহাদ ও সারিয়্যাহ, পরিচ্ছেদঃ ঘুমন্ত মুশরিক হত্যা

(৫) সহিহ বুখারি ৩০২৩ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৮১৪), অধ্যায়ঃ জিহাদ ও সারিয়্যাহ, পরিচ্ছেদঃ ঘুমন্ত মুশরিক হত্যা

(৬) সহিহ মুসলিম ১৮০১, অধ্যায়ঃ জিহাদ ও সারিয়্যাহ, পরিচ্ছেদঃ কা'বের হত্যার বর্ণনা

(৭) সুনান আবু দাউদ ২৭৬৮, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জিহাদ, পরিচ্ছেদঃ শত্রুকে অকস্মাৎ আক্রমণ এবং ধোঁকা দেওয়া

চূড়ান্তভাবে বুঝে নিন ইন-শা-আল্লাহ, শাতিম হত্যার ঘটনাগুলো হাদিসগ্রন্থগুলোতে স্থান পেয়েছে 'জিহাদ ও সারিয়্যাহ', 'কিতাবুল মাগাযী / যুদ্ধাভিযান', 'কিতাবুল জিহাদ' প্রভৃতি অধ্যায়ে। অর্থাৎ ইমামগণ এই ঘটনাগুলোকে 'জিহাদ' বা 'সারিয়্যাহ' বলেই গণ্য করেছেন আর শাতিমদেরকে গণ্য করেছেন 'হারবি' 'শত্রু' প্রভৃতি হিসেবে। আর এমনটা হয়েছে হাদিসগ্রন্থগুলো সংকলনের সময় থেকেই। এগুলো নতুন করে বানানো কিছু নয়। এটা আহলুল ইলমদের মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ যে, মুহাদ্দিস ইমামদের সংকলনের শিরোনামগুলো তাঁদের সিদ্ধান্ত বলেই পরিগণিত হয়।

এটাও উল্লেখ্য যে, হাদিস সংকলক ইমামগণের অধ্যায় আর শিরোনামগুলোই যে দলিল হিসেবে যথেষ্ট হয়, তা আহলুল ইলমগণ সহজেই বুঝতে পারেন। তাই শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) এই বিষয়ে আর বেশি কথা খরচ করেন নাই। সরাসরি সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে "আর হারবিদেরকে যে কেউ হত্যা করে ফেলতে পারে।" অর্থাৎ শাতিমদেরকেও যেকোনো মুসলিমই হত্যা করে ফেলতে পারে।

আর একই কারণে, বিভিন্ন জিহাদি তানজিম কর্তৃক শাতিম হত্যার সারিয়্যাহগুলোও সশস্ত্র জিহাদের অংশ বলে বিবেচনা করলেও কোনোই ভুল হয় না। এই ব্যাপারটি দ্বীনের মধ্যেই অবস্থান করা কিছু মিসকিনেরা যারা আজকের শাতিম হত্যার ঘটনাগুলোকে 'এগুলো বাক স্বাধীনতায় বাধা, বিচার বহির্ভূত হত্যা... জিহাদ নয়' ইত্যাদি বলে প্রচার করে তাদের জন্য এক দালিলিক চপেটাঘাত।

হক কত স্পষ্ট এবং ধোঁয়াশাহীন! কিন্তু আফসোস, আজ বহু বান্দারাই ইলমের অধিকারি হয়েও এই স্পষ্ট ব্যাপারগুলোও সহসাই এড়িয়ে যান।

আর এভাবে 'শাতিম হত্যার বিধান' তথা শাতিমদেরকে 'যেকোনো মুসলিম যেকোনো সময় ইমাম বা শাসকের কোনোরকম অনুমতি ছাড়াই যে হত্যা করে ফেলতে পারে' – এই পূর্ণাঙ্গ বিধানে আসমা বিনতে মারওয়ান বা আবুল হাকীক হত্যাকান্ডের ঘটনাগুলো মাওদু হওয়া কোনোই প্রভাব ফেলে না।

যুদ্ধের স্বরূপ

আল্লাহর রহমতে বিধান স্পষ্ট হওয়ার পর শাতিমদেরকে কেন 'যুদ্ধরত কাফির' বলে বিবেচনা করা হয় সেই বিষয়ে কিছু আলো না দিলেই নয়। এই ব্যাপারটাও আসলে অনুধাবণ সহজ। কেননা যুদ্ধ কেবলই অস্ত্র আর গোলাবারুদেই হয়না। কথার যুদ্ধ বা মিডিয়া ওয়ারফেয়ারও যুদ্ধের একটি শক্তিশালী ধরন। সেটা প্রথম যুগেও যেমনি সত্য ছিল, আজকেও তা বাস্তব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগেও তাই কাসিদা বা কবিতার মাধ্যমে উভয়পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হতো, তেমনি আজকের যুগেও বিভিন্ন মিডিয়া প্রপাগান্ডার মাধ্যমে 'মিডিয়া ওয়ারফেয়ার' চলে। বাস্তবতা হল, এই মিডিয়া আক্রমণ কখনও কখনও অস্ত্রের যুদ্ধ থেকেও ভয়ানক রূপ নিতে পারে এবং চূড়ান্ত যুদ্ধের ফলাফলও পরিবর্তন করে দিতে পারে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) এই ব্যাপারেও আলোকপাত করে বলেন -

> *"আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ দু'ভাবে হতে পারে। একটা অস্ত্রের মাধ্যমে আরেকটা জবানের মাধ্যমে। আর দ্বীনি বিষয়ে কখনো কখনো অস্ত্রের যুদ্ধের চেয়েও জবানের যুদ্ধ মারাত্মক হয়ে থাকে। এই জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ অস্ত্রের যুদ্ধে লিপ্ত অনেককেও বেঁচে থাকার সুযোগ দিতেন, কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ বিরুদ্ধে জবান দিয়ে শত্রুতায় লিপ্ত কাউকে ক্ষমা করতেন না। তেমনি পৃথিবীর শান্তিশৃঙ্খলা কখনো অস্ত্র বিস্তারের কারণে বিনষ্ট হয় আর কখনো হয় জবান চালানোর কারণে হয়। আর দ্বীনি বিষয়ে জবানের মাধ্যমে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, তা অস্ত্রের মাধ্যমে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার তুলনায় বহুগুণে মারাত্মক।"*[6]

বই: আল কউলু কউলুস সাওয়ারিম (নির্বাচিত অংশ)

তানভীর আহমাদ

---

6 'আস-সারিমুল মাসলুল আ'লা শাতিমির রাসূল, পৃষ্ঠা ৩৯১